# বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
# অডিট রিপোর্ট

## প্রথম খণ্ড

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিল্প, বস্ত্র ও পাট, বাণিজ্য, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন, কৃষি, এবং স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

(৭টি মন্ত্রণালয়ের ১৫টি প্রতিষ্ঠান)

অর্থ বছর ঃ ২০০৬-২০০৭

---

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

# সূচীপত্র ঃ


| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | পৃষ্ঠা নম্বর |
|---|---|---|
| ১ | বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন | ক |
| ২ | মহাপরিচালক এর বক্তব্য | খ |
| ৩ | প্রথম অধ্যায় | ১ |
| | অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ | ৩ |
| | অডিট বিষয়ক তথ্য | ৪ |
| | ম্যানেজমেন্ট ইস্যু | ৫ |
| | অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ | ৫ |
| | অডিটের সুপারিশ | ৬ |
| ৪ | দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ) | ৭ |
| | খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের আপত্তিসমূহ | ৯-১৩ |
| | শিল্প মন্ত্রণালয়ের আপত্তিসমূহ | ১৫-১৯ |
| | বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আপত্তিসমূহ | ২১-২৪ |
| | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আপত্তিসমূহ | ২০-৩০ |
| | বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আপত্তিসমূহ | ৩১-৩৪ |
| | কৃষি মন্ত্রণালয়ের আপত্তিসমূহ | ৩৫-৩৮ |
| | স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আপত্তি | ৩৯-৪০ |
| ৭ | মহাপরিচালকের স্বাক্ষর | ৪০ |

# ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফ্যাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

.....বঃ
তারিখঃ ০৫/১১/১৪১৬ বঃ
১৭/০২/২০১০ খ্রিঃ
.....খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
অব্ বাংলাদেশ।

# মহাপরিচালকের বক্তব্য

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন ৭টি মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৫টি প্রতিষ্ঠানের ১৯৮৪ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা উত্থাপিত সময়ের অথবা তৎপূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোনমতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃংখলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ ২৬/০১/২০১০ খ্রিঃ খ্রিঃ, ঢাকা।

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

# প্রথম অধ্যায়

## (অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

# অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

| অনুচ্ছেদ নম্বর | আপত্তির শিরোনাম | জড়িত টাকা |
|---|---|---|
| | **খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়** | |
| ১ | সীমতিরিক্ত গুদাম ঘাটতি জনিত ক্ষতি। | ১৩,৯৮,৬২৪ |
| ২ | ইচ্ছাকৃত গুদাম ঘাটতি দেখিয়ে ও পরিবহনকালে বস্তাসহ খাদ্যশস্য আত্মসাৎ করায় ক্ষতি। | ৩,২৮,৫৬৭ |
| ৩ | বাস্তব যাচাই প্রতিপাদনে চাল ঘাটতি পাওয়ায় সরকারের ক্ষতি ১২,৭৯,৬৭০ টাকা যা দন্ডমূলক হিসেবে দ্বিগুণ হারে আদায়যোগ্য। | ২৫,৫৯,৩৪০ |
| ৪ | রেল পরিবহনে খাদ্যশস্য ঘাটতির ফলে ক্ষতি। | ৮,৩৮,৭৯৯ |
| | **শিল্প মন্ত্রণালয়** | |
| ৫ | উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে এবং অতিরিক্তহারে কর্মচারী ও শ্রমিকদিগকে অধিকাল ভাতা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি | ৩,৭৬,০৪,৮৭৫ |
| ৬ | অনিয়মিতভাবে এবং উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ থাকা সত্ত্বেও উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি | ১,২০,০৩,৪৯১ |
| | **বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়** | |
| ৭ | পাট সরবরাহকারীর পরিশোধিত বিল হতে নির্ধারিত হারে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় সরকার রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত। | ১,০৮,৫৮,৯৪৯ |
| ৮ | পাট ব্যবসায়ী/সরবরাহকারীগণের বিল পরিশোধকালে ২.২৫% হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকার রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত। | ৭,৪৮,২৮৫ |
| | **বাণিজ্য মন্ত্রণালয়** | |
| ৯. | বোর্ডের অনুমোদন ব্যতিরেকে ট্রিটিতে ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত যাচাই/বাছাই ছাড়া "লসেস পেইড" প্রদানের ফলে মাত্র দুটি ইন্সুরেন্স কোম্পানীকে সুবিধা প্রদানে আর্থিক ক্ষতি | ২,৫২,২৫,৬২০ |
| ১০ | ১ম বর্ষ প্রিমিয়াম ও রিনিউয়াল প্রিমিয়াম বাবদ আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা না করে শাখা ইনচার্জগণ কর্তৃক আত্মসাৎ | ১৩,৬০,৯১৯ |
| ১১ | স্বাভাবিক লেনদেন থাকা সত্ত্বেও বন্যা দেখিয়ে পুনঃ বীমার আওতায় সাজানো সার্ভে রিপোর্টের ভিত্তিতে মেসার্স ইস্টল্যান্ড ইন্সুরেন্স কোং লিঃ কে বন্যাজনিত ক্ষতি পরিশোধ | ১,০৭,৬৬,১৭৫ |
| | **বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়** | |
| ১২ | ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নির্দেশ লংঘন করে কর্মচারীগণকে অনিয়মিতভাবে অধিকাল ভাতা প্রদান করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি। | ৯১,৮০,৫৫০ |
| ১৩ | সরকারি নীতিমালা উপেক্ষা করে গাড়ী চালকগণকে অতিরিক্ত হারে অধিকাল ভাতা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি। | ১৩,১৫,৩৭১ |
| | **কৃষি মন্ত্রণালয়** | |
| ১৪ | পরিবহন ঠিকাদারের কাছ থেকে চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী সারের পরিবহন ঘাটতির মূল্য দন্ড হারে আদায় না করায় সংস্থার ক্ষতি | ৪০,২৪,৫০৫ |
| ১৫ | বিএডিসি এর মালিকনাধীন গুদাম ভাড়া বাবদ অর্থ অনাদায়ী | ১১,২১,৫৭৮ |
| | **স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়** | |
| ১৬ | অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র পে-স্কেল প্রণয়ন করতঃ আর্থিক সুবিধা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি। | ১,৪৩,৮২,৬০০ |
| | **সর্বমোট** | ১৩,৩৭,১৭,৪৪৯ |

# অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা বছর ঃ

২০০০—২০০৫

১৯৯৯—২০০৬

২০০২—২০০৬

২০০৩—২০০৪

২০০৪—২০০৫

২০০৫—২০০৬

২০০৬—২০০৭

১৯৮৪—২০০৭

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানঃ

- জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মৌলভীবাজার এবং এর অধীন এলএসডিসমূহ
- জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঠাকুরগাঁও
- জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দিনাজপুর
- এলএসডি, সদর যশোর
- আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী
- জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সুনামগঞ্জ ও অধীনস্থ এলএসডিসমূহ।
- চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ পূর্ব পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।
- টেকেরঘাট চুনা পাথর খনি প্রকল্প, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।
- জিয়া ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, বি বাড়িয়া।
- বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
- কার্পেটিং জুট মিলস লিঃ, রাজঘাট, যশোর।
- এম এম জুট মিলস্ লিঃ, বাঁশবাড়িয়া, চট্টগ্রাম।
- গুল আহমেদ জুট মিলস লিঃ, কুমিরা, চট্টগ্রাম।
- যশোর জুট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, রাজঘাট, যশোর।
- ইষ্টার্ণ জুট মিলস লিঃ, আটরা, খুলনা।
- দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিঃ, খালিশপুর, খুলনা।
- সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- জীবন বীমা কর্পোরেশন, আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম।
- যুগ্ম পরিচালক(সার) ,বিএডিসি, জামালপুর।
- বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ।

## নিরীক্ষা পদ্ধতিঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

## ম্যানেজমেন্ট ইস্যুঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

## নিরীক্ষার প্রকৃতিঃ

- কমপ্লায়েন্স অডিট।

## নিরীক্ষার সময়

**উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নলিখিত সময়ে অডিট করা হয়ঃ**

| ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | সময়কাল |
|---|---|---|
| ১ | জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মৌলভীবাজার ও অধীনস্থ এল এস ডিসমূহ | ০৭/০৫/০৬ হতে ২৯/০৬/০৬ |
| ২ | জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সুনামগঞ্জ ও অধীনস্থ এলএসডিসমূহ | ০৩/০১/০৭ হতে ২৯/০৩/০৭ |
| ৩ | জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঠাকুরগাঁও | ০৯/১০/০৭ হতে ২৪/১০/০৭ |
| ৪ | জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দিনাজপুর | ০২/০১/০৭ হতে ১৬/০১/০৭ |
| ৫ | এলএসডি, সদর যশোর | ০৬/১১/০৭ হতে ১৮/১১/০৭ |
| ৬ | আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী | ২০/০৬/০৭ হতে ২৮/০৬/০৭ |
| ৭ | কর্নফুলী পেপার মিলস লিঃ | ২২-১১-০৬ হতে ২০-০৩-০৭ |
| ৮ | চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ পূর্ব পতেঙ্গা | ০৭-০৫-০৭ হতে ১৭-০৬-০৭ |
| ৯ | টেকেরঘাট চুনা পাথর খনি প্রকল্প | ২২-০২-০৭ হতে ২৯-০৩-০৭ |
| ১০ | জিয়া ফার্টিলাইজার কোং লিঃ, বি-বাড়িয়া | ২২-১১-০৬ হতে ০৮-০৪-০৭ |
| ১১ | বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা | ২০-০৪-০৮ হতে ১৯-০৬-০৮ |
| ১২ | এম এম জুট মিলস্ লিঃ, বাঁশবাড়িয়া, চট্টগ্রাম। | ২৬-৫-২০০৭ হতে ২৮-৬-২০০৭ |
| ১৩ | গুল আহমেদ জুট মিলস লিঃ, কুমিরা, চট্টগ্রাম। | ১৭-৫-২০০৭ হতে ২৩-৬-২০০৭ |
| ১৪ | যশোর জুট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, রাজঘাট, যশোর। | ১২-৯-২০০৭ হতে ১৭-১০-২০০৭ |
| ১৫ | ইষ্টার্ণ জুট মিলস লিঃ, আটরা, খুলনা। | ০৮-১১-২০০৭ হতে ৫-১২-২০০৭ |
| ১৬ | দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিঃ, খালিশপুর, খুলনা। | ২-৪-২০০৭ হতে ১৪-৫-২০০৭ |
| ১৭ | সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। | ১১- ০১-২০০৭ হতে ১০-০৪-২০০৭ |
| ১৮ | জীবন বীমা কর্পোরেশন, আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম। | ২৯-০৩-২০০৭ হতে ০৬-০৫-২০০৭ |
| ১৯ | যুগ্ম পরিচালক(সার) ,বিএডিসি, জামালপুর। | ১৮-১২-২০০৭ হতে ০২-০১-২০০৮ |
| ২০ | বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ। | ০৩-০২-২০০৮ হতে ২৯-০৪-২০০৮ |

## অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা।
- গুদাম ঘাটতি, পরিবহন ঘাটতি, খাদ্যশস্য আত্মসাৎ করা, টেন্ডারে অনিয়ম, বিভিন্ন ভাতাদি প্রদানে অনিয়ম, পাট ঘাটতি, আয়কর ও ভ্যাট কর্তন না করা।

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

## অডিটের সুপারিশঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ অডিট অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

# খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ-০১।

**শিরোনামঃ সীমাতিরিক্ত গুদাম ঘাটতি জনিত ক্ষতি ১৩,৯৮,৬২৪ টাকা।**

**বিবরণ ঃ**

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন ২টি প্রতিষ্ঠানের ২০০০—০৫ ও ১৯৯৯—০৬ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে খামালকার্ড, গুদাম ঘাটতি লেজার যাচাইকালে দেখা যায় যে, গুদামে রক্ষিত পণ্যের উপর মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি প্রদর্শনের ফলে সরকারের ১৩,৯৮,৬২৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ক, ক-১, ক-২(১), ক-২(২), ক-২(৩), ক-২(৪), ক-২(৫), এ দেখানো হলো)।

- খাদ্য বিভাগের স্মারক নং-বিআই/আই ডব্লিউ/৫৯/৬৬/৩৬০ এফ ডি তাং-২০/৬/৬৭ খ্রিঃ তারিখ মোতাবেক বিভিন্ন খাদ্য শস্য যেমন গম, চাল, ধান ইত্যাদি দ্রব্য ৬ মাস পর্যন্ত গুদামজাত করতে হলে ০.৫০%, ১২ মাস পর্যন্ত ০.৭৫% হারে এবং তৎপরবর্তী অতিরিক্ত ৩ মাসের জন্য আরও ০.২৫% হারে গুদাম ঘাটতি প্রকৃতিগত কারণে সংঘটিত হলে তা যুক্তিযুক্ত হিসেবে ধরা হয়েছে।
- কিন্তু গুদামে রক্ষিত পণ্যের উপর উক্ত নিয়ম পরিপালন না করে মাত্রাতিরিক্ত গুদাম ঘাটতি প্রদর্শন করায় সরকারের ১৩,৯৮,৬২৪ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- পরিশিষ্টে বর্ণিত ১ ও ২ নং প্রতিষ্ঠানের জবাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জানানো হয় যে, আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিটকে জানানো হবে।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ**

- উক্ত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৭-০৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ ও ১২-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৭-০৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ এবং ১২-১২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৬-০৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা সুপারিশঃ**

- সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে সীমাতিরিক্ত গুদাম ঘাটতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০২।

**শিরোনাম ঃ ইচ্ছাকৃত গুদাম ঘাটতি দেখিয়ে ও পরিবহন কালে বস্তাসহ খাদ্যশস্য আত্মসাৎ করায় ক্ষতি ৩,২৮,৫৬৭ টাকা।**

বিবরণ ঃ

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ২টি প্রতিষ্ঠানের ২০০৫—০৭ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে অবলোপন নথি, খাদ্যশস্য ঘাটতি ভাউচার, ইনভয়েস রেজিস্টার যাচাইকালে দেখা যায় যে, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে গুদাম ঘাটতি দেখিয়ে এবং খাদ্যশস্য পরিবহনকালে পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক খাদ্যশস্য আত্মসাৎ করায় সরকারের ৩,২৮,৫৬৭ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে ( বিস্তারিত পরিশিষ্ট "খ" এ দেখানো হলো)।

- উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পার্বতীপুর, দিনাজপুর এর ৮-১-২০০৬ খ্রিঃ তারিখের ২৫ সংখ্যক স্মারক মতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,পার্বতীপুর, এলএসডি কর্তৃক অধিকাংশ খামালে ইচ্ছাকৃতভাবে বিপুল পরিমাণ গুদাম ঘাটতি দেখিয়ে সরকারি খাদ্যশস্য আত্মসাৎ করা হয়েছে। অদ্যাবধি ঘাটতি মালের মূল্য বাবদ ১,৪২,৪২৪ টাকা সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছ থেকে আদায় করা হয়নি। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "খ-১" এ দেখানো হলো)।
- জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঠাকুরগাঁও এর পরিবহন ঠিকাদার মেসার্স শিপ বিল্ডার্স এন্ড হেভী ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেসার্স জব্বার ট্রেডার্স কর্তৃক প্রেরণ কেন্দ্র থেকে ১০০% ওজনে ৩৩০ খানা খাদ্যশস্যের বস্তা বুঝে নেয়ার পর প্রাপক কেন্দ্রে আদৌ পৌছানো হয়নি। কিন্তু উল্লিখিত ভি-ইনভয়েস গুলি দীর্ঘদিন পর ১৫-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে ইনভয়েস রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বস্তাসহ সমুদয় খাদ্যশস্য আত্মসাৎ করার ফলে ১,৮৬,১৪৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয় যা আদায় যোগ্য। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "খ-(২)" এ দেখানো হলো)।
- ফলে সর্বমোট ৩,২৮,৫৬৭ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের অগ্রগতির বিষয়ে কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ**

- উক্ত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৯-৯-০৭ খ্রিঃ তারিখ এবং ২৩-০৩-০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৩-০১-০৮ খ্রিঃ তারিখ এবং ২৮-০৪-০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৬-০৭-০৮ খ্রিঃ তারিখ এবং ৩১-০৭-০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা সুপারিশঃ**

- দায়ী ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৩।

**শিরোনামঃ বাস্তব যাচাই প্রতিপাদনে চাউল ঘাটতি পাওয়ায় সরকারের ক্ষতি ১২,৭৯,৬৭০ টাকা যা দন্ড মূলক হিসেবে দ্বিগুণ হারে ২৫,৫৯,৩৪০ টাকা আদায়যোগ্য।**

বিবরণঃ

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন যশোর এলএসডি কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে খামাল কার্ড, ইনভয়েস, ডিও, এলইউএ এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের ২০-৪-০৭ খ্রিঃ তারিখের জেখানি/প্রশা/০৭/৬৫১ নং- স্মারক এবং জেলা প্রশাসকের নির্দেশক্রমে একজন সহকারি কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট যশোর কর্তৃক ১০০% ওজনে মজুদ বাস্তব যাচাই প্রতিপাদন করা হয় এবং ৮৫৫ বস্তায় ৭৪.৩১৩ মেঃ টন চাল ঘাটতি পাওয়া যায়। প্রতি মেঃ টন ১৭,২২০ টাকা হিসাবে মূল্য হয় ১২,৭৯,৬৬৯/৮৬ টাকা যা দন্ডমূলক হিসেবে দ্বিগুণ হারে ২৫,৫৯,৩৩৯/৭২ টাকা আদায়যোগ্য । (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "গ" এ দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জবাবে জানানো হয় যে, রেকর্ডপত্র পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব পাওয়া যায়নি। উক্ত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ৩০-০৪-০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৬-০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১-০৭-০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

- সংশ্লিষ্ট দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কাছ থেকে উক্ত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৪ ।

**শিরোনামঃ রেল পরিবহন ঠিকাদার কর্তৃক খাদ্যশস্য পরিবহনকালে ঘাটতি দেখানোয় ৮,৩৮,৭৯৯ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণঃ

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে প্রোগ্রাম নথি, রেল পরিবহন ঠিকাদার নথি, বিল ভাউচার ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রেলে পরিবহন ঘাটতির ফলে সরকারের ৮,৩৮,৭৯৯ টাকা ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ' ঘ ' এ দেখানো হলো) ।

- রেল পরিবহন ঠিকাদার মেসার্স নুরুল ইসলাম এন্ড ব্রাদার্স কর্তৃক রেলে চিরির বন্দর খাদ্য গুদাম হতে ফেনী সদর খাদ্য গুদামে ১১৪.৭৫০ মেঃ টন চাল পরিবহনকালে ৩২.৯১২ মেঃ টন ঘাটতি সংঘটিত হয়। যার দেড়গুণ হারে মূল্য ৮,৩৮,৭৯৮/৮০ টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃক প্রাপক কেন্দ্রে তাৎক্ষনিকভাবে চালানের মাধ্যমে সরকারি খাতে জমা প্রদান করার কথা।
- কিন্তু জমা প্রদান না করায় প্রাপক কেন্দ্রের ২০-১১-০৬ খ্রিঃ তারিখের ৩৮৭ নং স্মারকের মাধ্যমে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহীকে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের কমিশন বিল হতে উহা আদায় করার জন্য অনুরোধ করা হয়।
- অডিটকালীন পর্যন্ত উক্ত টাকা আদায়ের অগ্রগতি জানা যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জবাবে জানানো হয় যে, আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পরিবহন ঘাটতির মূল্য আদায় না করায় জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি।
- উক্ত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৩-০৩-০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৮-০৪-০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩১-০৭-০৮ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

- দায়ী ব্যক্তির কাছ থেকে সত্বর টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৫ ।

শিরোনামঃ উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে এবং অতিরিক্ত হারে কর্মচারী ও শ্রমিকদিগকে অধিকাল ভাতা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ৩,৭৬,০৪,৮৭৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণঃ

শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিসিআইসি ও বিএসইসি এর তিনটি প্রতিষ্ঠানের ২০০২—০৬ অর্থ বছরের অধিকাল ভাতা রেজিস্টার নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে এবং অতিরিক্ত হারে কর্মচারী ও শ্রমিকদিগকে অধিকাল ভাতা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানসমূহের ৩,৭৬,০৪,৮৭৫ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। নিচে বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঙ" এ দেখানো হলো।

(ক) টেকের ঘাট চুনা পাথর খনি প্রকল্প, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ এর ২০০২—০৬ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, নিরীক্ষাধীন অর্থ বছরসমূহে প্রকল্প হতে চুনা পাথর উত্তোলন করা হয়নি। দীর্ঘদিন যাবৎ খনি হতে চুনা পাথর উত্তোলন কার্যক্রম বন্ধ থাকা সত্ত্বেও শ্রমিক ও কর্মচারীদিগকে অনিয়মিতভাবে অধিকাল ভাতা বাবদ ৮,৪৪,৪৯৬ টাকা প্রদান করা হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঙ(১)" এ দেখানো হলো)। ০৩-০৫-১৯৯৯ খ্রিঃ তারিখ হতে প্রতিষ্ঠানের খনি হতে চুনাপাথর উত্তোলন/উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে। নিরীক্ষাধীন বৎসর সমূহে প্রকল্পটি লোকসানী প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। ৩০-৬-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির পুঞ্জীভূত ক্ষতির পরিমাণ ৩০,৪৭,৩৭,২৬৫ টাকা।

(খ) জিয়া ফার্টিলাইজার কোং লিঃ আশুগঞ্জ, বি-বাড়িয়া এর ২০০৪—০৬ অর্থ বছরে শ্রমিক কর্মচারীদিগকে অতিরিক্ত হারে অধিকাল ভাতা প্রদান করায় ৩,৬৪,২৮,৭১০ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঙ(২)" তে দেখানো হলো)।

- শিল্প মন্ত্রণায়ের ১৪-১১-৮৮ খ্রিঃ তারিখ স্মারক নং- শিল্প/ স্বঃ স্বঃ অডিট সেল ১০-১২/৮৮-৭৭২(৯) এর নির্দেশ মতে ১৯৬৫ সালের ফ্যাক্টরী এ্যাক্ট এর ৫০ ধারাতে শ্রমিক কর্মচারীদেরকে সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টার বেশী খাটানো যাবে না। অর্থাৎ সপ্তাহে (৬০-৪৮)=১২ ঘন্টা এবং বৎসরে (৫২×১২)=৬২৪ ঘন্টা ওভারটাইম প্রদানের নির্দেশ রয়েছে। বর্ণিত হিসাব মতে ১ জন শ্রমিক/কর্মচারী বছরে ৬২৪ ঘন্টা অধিকাল প্রাপ্ত হবে। মাসে (৬২৪÷১২) = ৫২ ঘন্টা ওভারটাইম পাওয়ার কথা। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উল্লিখিত নির্দেশ উপেক্ষা করে অতিরিক্ত হারে অধিকাল ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

(গ) চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ এর ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে শ্রমিক/কর্মচারীদেরকে প্রাপ্যতার চেয়ে অতিরিক্ত হারে অধিকাল ভাতা প্রদান করায় ৩,৩১,৬৬৯ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঙ(৩)" তে দেখানো হলো)।

- বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন এর পত্র নং- এমআইএস/২৬.০০০/২০০৩-২০০৪/৪৭৪ তারিখ ১৮-৮-০৩ খ্রিঃ অনুযায়ী অধিকাল ভাতা কোন অবস্থাতেই শ্রমিক/কর্মচারীদের মাসিক মূল বেতনের অধিক হতে পারবে না। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত বিধি উপেক্ষা করে শ্রমিক/কর্মচারীদেরকে তাদের মূল বেতনের চেয়ে অতিরিক্ত অধিকাল ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাক্রমে জবাবে জানানো হয় যে,

(ক) লোক স্বল্পতার কারণে সরকারি ছুটির দিনে প্রকল্পের স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং জরুরি দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনে বিভিন্ন সময়ে অধিকাল কাজ করানো হয়েছে ।

(খ) কারখানার নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন নিশ্চিত করতে হলে প্রসেস প্ল্যান্টে কোনক্রমেই অপারেটর বা টেকনিশিয়ান শূন্য রাখা সম্ভব নয় বলে তাদের লীভ ভ্যাকেন্সীতে অধিকাল অপরিহার্য ।

(গ) চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ একটি জব টাইপ শিল্প প্রতিষ্ঠান । গ্রাহকদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পাদন করতে হয় বিধায় অধিকাল ভাতা প্রদান করা হয়েছে ।

**নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ**

- প্রকল্পটি বন্ধ থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে এবং উল্লিখিত আদেশ অমান্য করে অধিকাল ভাতা প্রদান করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

- উক্ত পরিশোধের বিষয় উল্লেখ করে যথাক্রমে ২৭-৮-০৭, ০২-০১-০৮ ও ২৬-১১-০৭ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে সচিব বরাবর জারি করা হয় এবং ২৭-৯-০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়।
- সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১-৭-০৮ ও ৭-৮-০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়।
- 'ক এ বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের ৬-৮-০৮ খ্রিঃ তারিখের জবাবে জানানো হয় যে, লোক অন্যত্র বদলী করায় লোক স্বল্পতার কারণে সুষ্ঠুভাবে দাপ্তরিক কাজ চালাবার স্বার্থে অতিরিক্ত সময় কাজ করানো হয়েছে। জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ হবার কারণেই শ্রমিক কর্মচারীদেরকে ছাতক সিমেন্ট কোম্পানীতে বদলী করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অবশিষ্ট লোকবল দিয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম সম্পাদন করানো সম্ভব বিধায় অতিরিক্ত সময়ে কাজ করানো অনাবশ্যক।
- 'খ' এ বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের ৪-৯-০৮ খ্রিঃ তারিখের জবাবে জানানো হয় যে, লোক স্বল্পতাহেতু কারখানার নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য অধিকাল ভাতা প্রদান করতে হয়েছে।
- শিল্প মন্ত্রণালয়ের ১৪-১১-৮৮ খ্রিঃ তারিখের আদেশ বহির্ভূত ভাবে অতিরিক্ত হারে অধিকাল ভাতা প্রদান করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।
- 'গ' এ বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের ৬-৮-০৮ খ্রিঃ তারিখের জবাবে জানানো হয় যে, প্রতিষ্ঠানে গ্রাহকদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পন্ন করে তা ডেলিভারী প্রদান করতে হয় বিধায় অনেক সময় শ্রমিক/কর্মচারীদের স্বাভাবিক সময়ের পর অতিরিক্ত সময় কাজ করতে হয়।
- বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন এর ১৮-৩-০৩ খ্রিঃ তারিখের আদেশ বহির্ভূত মূল বেতনের চেয়ে অতিরিক্ত হারে অধিকাল ভাতা প্রদান করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- প্রতিষ্ঠানের উক্ত আর্থিক ক্ষতি সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৬।

**শিরোনাম ঃ অনিয়মিতভাবে এবং উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ থাকা সত্ত্বেও উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি ১,২০,০৩,৪৯১ টাকা।**

**বিবরণঃ**

শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিসিআইসি এর অধীন দু'টি প্রতিষ্ঠানের ২০০২—০৬ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে রেকর্ডপত্রাদি এবং উৎসাহ বোনাস বিল নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, অনিয়মিতভাবে এবং উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদিগকে উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানসমূহের ১,২০,০৩,৪৯১ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "চ, চ(১)" এ দেখানো হলো)।

(ক) জিয়া সারকারখানা কোং লিঃ, আশুগঞ্জ, বি-বাড়িয়া এর ২০০৪—০৬ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ২০০৪—০৫ অর্থ বছরে ইউরিয়া উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অনুমোদিত বাজেটে ৪,৮৫,০০০ মেঃ টন এবং সংশোধিত বাজেটে ৪,৫০,০০০ মেঃ টন নির্ধারণ করা হয়। প্রকৃত উৎপাদন হয়েছিল ৩,৯৭,৮০০ মেঃ টন, যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৮৮.৪%। এ উৎপাদন ও বিক্রয়ের ভিত্তিতে উৎসাহ বোনাস প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে হিসাবে ৪৬ দিনের উৎসাহ বোনাস বাবদ কর্মকর্তাদিগকে ৩৫,৯২,১৬৮/৮৪ টাকা, কর্মচারীদিগকে ২১,৬২,৭৭৭/৩১ টাকা এবং শ্রমিকদিগকে ২০,৫৭,৪৭৫/৭৫ টাকা সর্বমোট ৭৮,১২,৪২১/৯০ টাকা প্রদান করা হয়।

- পরবর্তীতে ২০০৪-০৫ অর্থ বছর শেষে ১১ মাস পরে (নং বিসিআইসি উৎপাদন ২৪.০/১৬৭ তারিখ ২১-৫-০৬ খ্রিঃ ও নং-জেডএফসিল/এডমিন এলএসএ/৬৫/৩২০৩ তারিখ ২৫-৫-২০০৬ খ্রিঃ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৩,৯৭,৮০০ মেঃ টন পুনঃ নির্ধারণ করা হয়। দীর্ঘ ১১ মাস পর ২১-৫-০৬ খ্রিঃ তারিখে লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করে অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত ২৯ দিনের উৎসাহ বোনাস বাবদ কর্মকর্তাদের ৩৪,১১,০৬১/৩৯ টাকা, কর্মচারীদের ১৬,০৩,৪৯৬/৫০ টাকা এবং শ্রমিকদের ৪৬,১৪,০৭০/৪৮ টাকা সর্বমোট ৯৬,২৮,৬২৮/৩৭ টাকা প্রদান করা হয়।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১-১২-৯৪ খ্রিঃ তারিখের ৬১ নং এর 'খ' তে বর্ণিত বোনাস নীতিমালা অনুযায়ী উৎসাহ বোনাস প্রদানের পূর্বে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন আবশ্যক। শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিসিআইসি এর নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎসাহ বোনাস স্কীম এর ৩(চ) মতে বোনাস হিসাব করার ক্ষেত্রে কোন অবস্থায় উৎপাদন /বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন করা যাবে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে বর্ণিত নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে।

(খ) টেকেরঘাট চুনা পাথর খনি প্রকল্প, সুনামগঞ্জ এর ২০০২-০৬ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রকল্পের চুনা পাথর খনি হতে উৎপাদন কার্যক্রম বিগত ৩-৫-১৯৯৯ খ্রিঃ তারিখ হতে সম্পূর্ণ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ২৩,৭৪,৮৬৩/- টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "চ-১ " তে দেখানো হলো)।

- শিল্প মন্ত্রণালয়ের ৩০-৭-৮৭ খ্রিঃ তারিখের উৎসাহ বোনাস প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা সার্কুলার নং শিল্প এএ-৩/১৫/৮৭/১৩০ এবং বিসিআইসি এর ১-৮-৮৭ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং বিসিআইসি/এলএসএ/১/২৪/৫৬০ মোতাবেক এ উৎসাহ বোনাস সংশ্লিষ্ট কারখানা যদি উৎপাদন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা সম্পূর্ণভাবে অর্জন করতে পারে কেবল তখনই উৎসাহ বোনাস প্রাপ্য হবে।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাক্রমে জবাবে জানানো হয় যে, সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে পারেনি। ফলে কারখানার প্রকৃত উৎপাদন ৩,৯৭,৮০০ মেঃ টন এর উপর ৪৬ দিনের উৎসাহ বোনাস প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে বিসিআইসি স্মারক নং-বিসিআইসি/২৪০/১৬/১৬৭ তারিখ ২১-৫-০৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৩,৯৭,৮০০ মেঃ টন পুনঃ নির্ধারণ করায় বোনাস স্কীম অনুযায়ী আরও ২৯ দিনের উৎসাহ বোনাস প্রদান করা হয়।

(খ) আমদানীর লক্ষ্যমাত্রাকে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরে একটি কমিটির মাধ্যমে কাঁচামালের গুণগত মান পরীক্ষা করে বিসিআইসির বোনাস স্কীম অনুযায়ী কমিটির সুপারিশ ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বোনাস প্রদান করা হয়েছে।

**নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ**

(ক) সংস্থার জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সংশোধিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪,৫০,০০০ মেঃ টন। কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন ছিল ৩,৯৭,৮০০ মেঃটন এবং এর উপর হিসাব করে ৪৬ দিনের বোনাস প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে ৩,৯৭,৮০০ মেঃটন কে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে অতিরিক্ত ২৯ দিনের বোনাস প্রদান করা বিধি সম্মত হয়নি। অনিয়মটি অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ২-১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয় এবং ৭-৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ৪-৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, পরবর্তীতে বিসিআইসি'র ২১-০৫-২০০৬ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং ১৬৭ এর মাধ্যমে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৩,৯৭,৮০০ মেট্রিক টন পুনঃ নির্ধারণ করায় বোনাস স্কীম অনুযায়ী বাকী ২৯ দিনের উৎসাহ বোনাস প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে দু' বার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেও লক্ষ্যমাত্রার কম অর্থাৎ প্রকৃত উৎপাদন ৩,৯৭,৮০০ মেট্রিক টনকে অনিয়মিতভাবে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে অতিরিক্ত বোনাস প্রদান করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

(খ) উল্লিখিত বোনাস স্কীমের আওতায় কোথাও এ কথা বলা হয়নি যে আমদানীকৃত পণ্য/কাঁচামালকে উৎপাদিত পণ্য/কাঁচামাল হিসেবে গণ্য করা যাবে। তাই জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। অনিয়মটি অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ২৭-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর জারি করা হয় এবং জবাব না পাওয়ায় ২১-৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। মন্ত্রণালয় হতে ৬-৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, আমদানী লক্ষ্যমাত্রাকে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরে একটি কমিটির মাধ্যমে কাঁচামালের গুণগত মান পরীক্ষা করে বিসিআইসি'র বোনাস স্কীম অনুযায়ী কমিটির সুপারিশ ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বোনাস প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বোনাস স্কীম নীতিমালার কোথাও আমদানীকৃত পণ্য/কাঁচামালকে উৎপাদিত পণ্য হিসেবে গণ্য করার কথা উল্লেখ না থাকায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ**

- আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে আদায় করা আবশ্যক।

# বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ-৭।

**শিরোনাম ঃ পাট সরবরাহকারীর পরিশোধিত বিল হতে নির্ধারিত হারে উৎসে আয়কর কর্তন না করার ফলে সরকার ১,০৮,৫৮,৯৪৯ টাকা রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত।**

বিবরণঃ

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এম এম জুট মিলস্ লিঃ, বাঁশবাড়ীয়া, চট্টগ্রাম এর ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৬-০৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৮-০৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত, গুল আহমেদ জুটমিল, চট্টগ্রাম এর ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের হিসাব ১৭-০৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৩-০৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে, যশোর জুট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের হিসাব ১২-০৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৭-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে, ইষ্টার্ণ জুট মিলস লিঃ, খুলনা এর ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের হিসাব ০৮-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৫-১২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত এবং দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোঃ লিঃ, খুলনা এর ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের হিসাব ০২-০৪-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৪-০৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষা কালে পাট ক্রয় রেজিস্টার, বিল রেজিস্টার ও চেক ভাউচার পর্যালোচনায় শিরোনামে উল্লিখিত অনিয়ম ও ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ছ, ছ-১(১),ছ-১(২),ছ-২,ছ-৩,ছ-৪,ছ-৫" তে দেখানো হলো)।

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২৯-১-২০০২ খ্রিঃ তারিখের আদেশ নং জারাবো/কর-৭/আঃআঃরিঃ/০১/২০০০ অনুযায়ী ১% হতে ৪% পর্যন্ত আয়কর কর্তনযোগ্য।
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত নির্দেশ পালন না করায় উল্লিখিত ক্ষতি হয়েছে।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জবাব প্রদান করা হয়নি।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ**

- আয়করের অর্থ ক্রয় কর্মকর্তাদের নিকট হতে আদায় করার নির্দেশ দেয়া হলেও অদ্যাবধি টাকা আদায়ের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে যথাক্রমে ১৭-০১-০৮, ২৭-০১-২০০৮, ৩০-০৩-২০০৮ এবং ১৪-০২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে যথাক্রমে ২৫-০৫-০৮, ০৬-০৫-২০০৮, এবং ৩০-০৩-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ০৪-০৬-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। মন্ত্রণালয়ের জবাবে আয়করের অর্থ ক্রয় কর্মকর্তাদের নিকট হতে আদায় করার জন্য প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। সরকারি অর্থ আদায়ের প্রমাণক না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১-০৯-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা সুপারিশঃ**

- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে আয়কর আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ৮।

**শিরোনাম ঃ পাট ব্যবসায়ী/সরবরাহকারীগণের বিল পরিশোধকালে নির্ধারিত (২.২৫%) হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৭,৪৮,২৮৫ টাকা।**

বিবরণঃ

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এম এম জুট মিলস্ লিঃ, বাঁশবাড়ীয়া, চট্টগ্রাম এর ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৬-০৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৮-০৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ঠিকাদারের বিল রেজিস্টার, চেক ভাউচার, পাট ক্রয় রেজিস্টার ইত্যাদি নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, পাট সরবরাহকারীগণকে বিল পরিশোধকালে যোগানদার হিসেবে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকার ৭,৪৮,২৮৫/৬৪ টাকার রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট " জ(১),জ(২)" তে দেখানো হলো)।

- বাংলাদেশ গেজেট (অতিরিক্ত) ১২ ই জুন ২০০৩ মোতাবেক সেবা কোড নং-০৩৭ এর আওতায় ২.২৫% হারে ভ্যাট আদায় না করায় উল্লিখিত ক্ষতি হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জবাবে জানানো হয় যে, তাৎক্ষণিকভাবে কারণ দাখিল করা সম্ভব হচ্ছে না যা পরবর্তীতে দাখিল করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ভ্যাটের টাকা সরবরাহকারীর অথবা বিল পরিশোধকারীর নিকট হতে আদায় করার নির্দেশ থাকলেও অদ্যাবধি তা আদায় করা হয়নি।
- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৭-০১-০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৫-০৫-০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ০৪-০৬-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া যায়। মন্ত্রণালয়ের জবাবে ভ্যাটের টাকা সরবরাহকারীর অথবা বিল পরিশোধকারীর নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। সরকারি অর্থ আদায়ের প্রমাণক না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১-০৯-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- সত্বর টাকা আদায় করা আবশ্যক।

# বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ -৯।

**শিরোনাম ঃ বোর্ডের অনুমোদন ব্যতিরেকে ট্রিটিতে ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত যাচাই/বাছাই ছাড়া "লসেস পেইড" প্রদানের ফলে মাত্র দুটি ইন্সুরেন্স কোম্পানীকে আর্থিক সুবিধা প্রদানে ক্ষতি ২,৫২,২৫,৬২০ টাকা।**

বিবরণঃ

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর পুনঃ বীমা বিভাগের ২০০৫ সালের হিসাব ১১-১-০৭ হতে ১০-৪-০৭ খ্রিঃ তারিখে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, ৪৩টি ইন্সুরেন্স কোম্পানী বীমা ঝুঁকির অংশীদারীত্বের জন্য সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সাথে পুনঃ বীমা করে এবং উভয় পক্ষের নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে বাৎসরিক চুক্তিপত্র (ট্রিটি) করে নিম্নে বর্ণিত ২টি ইন্সুরেন্স কোম্পানীর ট্রিটি নং এলবিসি/মেরিন কার্গো/মার্কেন্টাইল/০১/২০০৫ তারিখ ৩০-৬-০৫ খ্রিঃ তারিখ এবং এলবিসি/মেরিন কার্গো/ফিনিক্স/০১/২০০৫ তারিখ ৩০-৬-০৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে লসেস পেইড" এর ধারা সন্নিবেশিত করে। ট্রিটির (চুক্তির) "ওয়ারেন্টি ধারা এফ" ১০,০০,০০০ টাকার অধিক ক্ষতির সপক্ষে সার্ভে রিপোর্ট, পলিসি, বিল অব লেডিং, ইনভয়েস ইত্যাদির কপি পুনঃ বীমা গ্রহীতা কর্তৃক দাখিল করার বিধান রাখা হয়। নিরীক্ষায় দেখা যায় প্রতিটি ইন্সুরেন্স কোম্পানী (পুনঃ বীমা গ্রহীতা) ১০.০০ লক্ষ টাকার নীচে তালিকা প্রস্তুত করে ক্ষতির টাকা সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের (অংশ বিশেষ) নিকট দাবী করে এবং এর ভিত্তিতে ক্ষতি দাবী পরিশোধ করা হয়। নমুনাস্বরূপ ২টি ইন্সুরেন্স কোং যথাক্রমে মেসার্স ফিনিক্স কোং লিঃ কে ১,২৩,১৬,৯৮৪ টাকা এবং মেসার্স মার্কেন্টাইল ইন্সুরেন্স কোং লিঃ কে ১,২৯,০৮,৬৩৬ টাকা মোট ২,৫২,২৫,৬২০ টাকা পরিশোধ করা হয়। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঝ" তে দেখানো হলো)।

- এ প্রক্রিয়ায় " লসেস পেইড" প্রদানের সপক্ষে কোন সরকারী আদেশ অথবা এ্যাক্ট/আইন অথবা বোর্ড/প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা পাওয়া যায়নি।
- মেসার্স মার্কেন্টাইল ইন্সুরেন্স কোং লিঃ এর প্রতিটি কোয়ার্টারের ক্ষতির দাবী তালিকায় "ক্ষতির তারিখ জানা নেই" (Not known) উল্লেখ করা হয়। তথাপি এ ধরণের ভিত্তিহীন দাবী পরিশোধ করা হয়েছে।
- ক্ষতির তালিকায় ক্ষতির কারণ পানিতে নষ্ট, চুরি, দুর্ঘটনা ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়। এর সত্যতা যাচাইয়ের কোন বিধান না রাখায় ইন্সুরেন্স কোম্পানীগুলো ১০.০০ লক্ষ টাকার নিচের অংশ সাজানো তালিকার ভিত্তিতে দাবী উপস্থাপন করে মর্মে নিরীক্ষায় প্রতীয়মান হয়। এভাবে আলোচ্য ২টি ইন্সুরেন্স কোং এবং আরো ৪১টি ইন্সুরেন্স কোং সহ মোট ৪৩টি কোম্পানীকে কোন প্রকার যাচাই বাছাই ব্যতিরেকে "লসেস পেইড" বাবদ ২০০৫ সনে সর্বমোট ৮,৩৩,৩৬,৭৮৩ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- প্রতিটি কোয়ার্টারের দাবীকৃত "লসেস পেইড" অংক ১০.০০ লক্ষ টাকার অধিক হওয়া সত্বেও ট্রিটির ধারা লংঘন করে ক্ষতির প্রমাণক ছাড়া অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- কোম্পানীসমূহ তাদের পরিশোধিত দাবীর পুনঃ বীমা রিকভারী সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর নিকট থেকে গ্রহণ করে থাকে যা পুনঃ বীমা চুক্তির শর্ত মতে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে আলাদাভাবে আইন বা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের কোন নীতিমালা নেই।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ১০.০০ লক্ষ টাকার ট্রিটির শর্ত সংশোধন করা আবশ্যক। এই মর্মে আপত্তির জবাব সন্তোষজনক নয়।
- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-০৭-০৭ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। মন্ত্রণালয়ের ২৭-০৮-০৭ খ্রিঃ তারিখে জবাবে জানানো হয় যে, বেসামরিক কোম্পানীগুলোর সাথে বাৎসরিক চুক্তির ভিত্তিতে ১০ লক্ষ টাকার নিচের দাবীর ক্ষেত্রে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন থেকে ত্রৈমাসিক লসেস পেইড বড্রোতে দাবী পরিশোধের বিধান আছে। জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।
- সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এবং পুনঃ বীমা গ্রহীতার মধ্যে নেগোসিয়েশন এর মাধ্যমে সম্পাদিত বাৎসরিক চুক্তি পত্র (ট্রিটি) এর ওয়ারেন্টি ধারা এফ অনুযায়ী ১০ লক্ষ টাকার অধিক ক্ষতির স্বপক্ষে সার্ভে রিপোর্ট, পলিসি, বিল অব লেডিং, ইনভয়েস ইত্যাদির কপি পুনঃ বীমাকারী কর্তৃক দাখিল করার বিধান থাকায় প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক নয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৬-০৭-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- বোর্ড/প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় অথবা আইন না থাকা সত্বেও ঢালাওভাবে "লসেস পেইড" প্রদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক নিরীক্ষা অফিসকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১০।

**শিরোনাম ঃ ১ম বর্ষ প্রিমিয়াম ও রিনিউয়াল প্রিমিয়াম বাবদ আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা না করে শাখা ইনচার্জগণ কর্তৃক ১৩,৬০,৯১৯ টাকা আত্মসাৎ।**

বিবরণঃ

জীবন বীমা কর্পোরেশন, আঞ্চলিক কার্যালয় চট্টগ্রাম এর ২০০৩—২০০৫ অর্থ বছরের হিসাব ২৯-৩-২০০৭ হতে ৬-৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- শাখা অফিস নং-৭৭০/৪৪ কোম্পানীগঞ্জ ইনচার্জ মরহুম বাহাদুর উদ্দিন ভূইয়া ডিএস-১ রিনিউয়াল প্রিমিয়াম বাবদ আদায়কৃত ১,৮৭,৪৫৭ টাকা ব্যাংকের একাউন্টে জমা না করে নিজেই আত্মসাৎ করেন। অনুরূপভাবে শাখা নং-৭৫৩/৫৩ সীতাকুন্ড ইনচার্জ জনাব শাহ আলম ডিএস-১ ও জনাব জয়নাল আবেদীন উচ্চমান সহকারী ১ম বর্ষ ও রিনিউয়াল প্রিমিয়াম বাবদ আদায়কৃত ১১,৭৩,৪৬২ টাকা ব্যাংকের একাউন্টে জমা না করে নিজেরাই আত্মসাৎ করেন। আত্মসাৎকৃত অর্থের পরিমাণ সর্বমোট (১,৮৭,৪৫৭ + ১১,৭৩,৪৬২) = ১৩,৬০,৯১৯ টাকা।
- উল্লেখ্য যে, ১ম বর্ষ প্রিমিয়াম ও রিনিউয়াল প্রিমিয়াম বাবদ আদায়কৃত অর্থ শাখা অফিস কর্তৃক ম্যানুয়ালের ৭-৯-০৫ নং ধারা মোতাবেক আদায়ের তারিখ কিংবা পরবর্তী কার্য দিবসে ব্যাংকে জমা করার বিধান রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধান লংঘন করা হয়েছে। আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা না করে নিজেরাই আত্মসাৎ করেছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট 'ঞ' তে দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- জনাব জয়নাল আবেদীন নিম্নমান সহকারী এর পেনশন ও অন্যান্য সুবিধা হতে আত্মসাৎকৃত টাকা আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং মোঃ শাহ আলম ডিএস ইনচার্জ এর বিরুদ্ধে সীতাকুন্ড থানায় মামলা করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৯-০৮-২০০৭ খ্রিঃ তরিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ২৭-০৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর ৩০-১০-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারী পত্র লেখা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

- দায়ী ব্যক্তির/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১১।

**শিরোনামঃ স্বাভাবিক লেনদেন থাকা সত্ত্বেও সাজানো সার্ভে রিপোর্টের ভিত্তিতে বন্যা দেখিয়ে পুনঃ বীমার আওতায় মেসার্স ইস্টল্যান্ড ইন্সুরেন্স কোং লিঃ কে বন্যাজনিত ক্ষতি পরিশোধ ১,০৭,৬৬,১৭৫ টাকা।**

বিবরণঃ

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর পুনঃ বীমা বিভাগের ২০০৫ সালের হিসাব ১১-১-০৭ হতে ১০-৪-০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বীমা গ্রহীতা মেসার্স গ্লোব সল্ট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর বীমাকৃত গুদামে বিগত ২৩-০৭-০৪ খ্রিঃ তারিখে বন্যার পানি প্রবেশ পূর্বক গোডাউনে রক্ষিত লবণ পানিতে গলে গেলে আলোচ্য দাবীর উদ্ভব হয়। বীমাকারী ও পুনঃ বীমাকারী কর্তৃক সার্ভে রিপোর্টের ভিত্তিতে পুনঃ বীমা গ্রহীতা মেসার্স ইস্টল্যান্ড ইন্সুরেন্স কোং লিঃ কে বন্যাজনিত ক্ষতির অংশ ১,০৬,৭৩,৫০০ টাকা এবং জরিপ ফি ৯২,৬৭৫ টাকা সর্বমোট ১,০৭,৬৬,১৭৫ টাকা পরিশোধ করা হয়। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট 'ট' তে দেখানো হলো)।

- বীমাকৃত গুদামের স্টক রেজিস্টার অনুযায়ী বন্যা কবলিত ২৩-০৭-২০০৪ খ্রিঃ তারিখে ক্রুড সল্টের পরিমাণ ছিল ৮,৮৭৩.৫৬৪ মেঃ টন। পরের দিন ২৪-৭-০৪ খ্রিঃ তারিখে উক্ত মজুদ হতে ১২৫.০০ মেঃ টন লবণ বিক্রয় করা হয় এবং অবশিষ্ট দেখানো হয় ৮,৭৪৮.৫৪৬ মেঃ টন। ২৫-৭-২০০৪ খ্রিঃ তারিখে গুদামে ১৭.২৫০ মেঃ টন গ্রহণ করা হয় ও ৬,০০০.০০০ মেঃ টন লবণ বিক্রয় দেখানো হয়। এভাবে ২৭-৭-০৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিক্রয় এবং জমার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, গুদামে বন্যার পানি প্রবেশ করেনি ও কোন ক্ষতি হয়নি। এলাকায় বন্যা দেখা দিলে এ সুযোগ গ্রহণ করার লক্ষ্যে সাজানো সার্ভে রিপোর্টের মাধ্যমে ক্ষতি দাবী পরিশোধ করা হয়েছে।
- বীমা গ্রহীতার আবেদনপত্রে ক্ষতির পরিমাণ ৩,৫৯,০০,০০০ টাকা, সার্ভে রিপোর্টে ক্ষতির পরিমাণ ১,০৬,৭৫,৯১২ টাকা এবং পুনঃ বীমাকারী কর্তৃক নিয়োগকৃত সার্ভে রিপোর্টে ক্ষতির পরিমাণ ১,০৬,৭৩,৫০০ টাকা উল্লেখ করা হয়। আবার সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের পরিদর্শন দল ক্ষয়-ক্ষতির প্রমানক উল্লেখ করতে সক্ষম হননি। ফলে ক্ষতির বিষয়টি স্পষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও বীমাকারী কর্তৃক দাবীকৃত ক্ষতির টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- বীমা গ্রহীতা বন্যার পানি আগমনের লক্ষণ দেখে মজুদকৃত কিছু লবণ নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, বীমা গ্রহীতার পণ্য নিরাপদ স্থানে রাখার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা ছিল।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-০৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ২৭-০৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাবে জানানো হয় যে, বীমা গ্রহীতা বন্যার পানি আগমনের লক্ষণ দেখে মজুদকৃত কিছু লবণ নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়। জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ২৫-৭-২০০৪ খ্রিঃ তারিখে ১৭.২৫০ মেঃ টন লবণ গুদামে গ্রহণ করায় এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের কর্তৃক সার্ভে রিপোর্টে না থাকায় স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য গুদামে বন্যার পানি প্রবেশ করেনি এবং ভুয়া বন্যাজনিত ক্ষতি দেখিয়ে দাবী পরিশোধ করা হয়েছে।
- সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর ০৬-০৭-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র লেখা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

- পরিশোধিত অর্থ পুনঃ বীমা গ্রহীতার নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

# বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

নুচ্ছেদ - ১২।

ণরোনাম ঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নির্দেশ লংঘন করে কর্মচারীগণকে অনিয়মিতভাবে অধিকাল ভাতা প্রদান করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ৯১,৮০,৫৫০ টাকা ।

বিবরণঃ

বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার, জিয়া বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা ঢাকার ২০০৪-০৫ হতে ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ২০-৪ ২০০৮ খ্রিঃ হতে ১৯-৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষায় বেতন ভাতা প্রদান সংক্রান্ত সেলারী সীট ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর নির্দেশ লংঘন করে কর্মচারীগণকে অনিয়মিতভাবে অধিকাল ভাতা প্রদান করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ৯১,৮০,৫৫০ টাকা । (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঠ" এ দেখানো হলো)।
- বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর জারিকৃত পত্র নং- সূত্র ঢাকা/রেগ/৩৮/৯৮/১০৫ তারিখ ১৬-১১-৯৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বিমান কর্মচারীদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে যথাসম্ভব কম সময়ের জন্য দৈনিক ৮ ঘন্টা করে সর্বোচ্চ ১৫ দিনের বেশী ওভারটাইমে নিয়োজিত না রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এ সংস্থা থেকে উপর্যুক্ত আদেশ পরিপালন না করে ঢালাওভাবে অধিকাল ভাতা প্রদান করা হয়েছে;
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর নির্দেশ অনুযায়ী ১৫ দিনের ওভারটাইম প্রদান করা হলে কোন অবস্থাতেই অধিকাল ভাতা মূল বেতনের অধিক হতো না, কিন্তু এ সংস্থা কর্তৃক উপর্যুক্ত নির্দেশনা মান্য না করে কর্মচারীগণকে অনিয়মিতভাবে মূল বেতনের ২/৩ গুন বেশী অধিকাল ভাতা প্রদান করা হয়েছে;
- অতিরিক্ত খাটুনির পূর্বে মঞ্জুরী না নিয়ে ও মূল বেতনের অধিক অতিরিক্ত অধিকাল ভাতার বিল পরিশোধ করায় সংস্থার ৯১,৮০,৫৫০ টাকা ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- জবাব সরবরাহ করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নির্দেশ লংঘন করায় বর্ণিত আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- এ বিষয়ে ১৩-৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৪-৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। মন্ত্রণালয়ের ১৩-১০-০৮ খ্রিঃ তারিখে জবাবে জানানো হয় যে, কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের আলোকে ওভার টাইমের বিল প্রদান করা হয় বিধায় তা আদায় করা সম্ভব নয়। জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি। মূল বেতনের অধিক অধিকাল ভাতা প্রদান করে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নির্দেশ লংঘন করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ২৯-১০-০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয় । এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে সর্বশেষ ১৪-১২-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অধিকাল ভাতা বাবদ প্রদত্ত অর্থ আদায়/নিয়মানুগ করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়মিত ব্যয় পরিহার করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-১৩।

**শিরোনাম ঃ সরকারি নীতিমালা উপেক্ষা করে গাড়ী চালকগণকে অতিরিক্ত হারে অধিকাল ভাতা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১৩,১৫,৩৭১ টাকা।**

বিবরণঃ

বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার, জিয়া বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা ঢাকার ২০০৪-০৫ হতে ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ২০-৪-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১৯-৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বেতন ভাতা রেজিস্টার ও চালকগণকে অধিকাল ভাতা প্রদান সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে গাড়ী চালকগণকে অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত হারে অধিকাল ভাতা প্রদান করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ১৩,১৫,৩৭১/২৩ টাকা। ( বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ড." এ দেখানো হলো)।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রি পরিষদ সচিবালয়, সংস্থাপন বিভাগ পরিবহন শাখা পত্র নং-ইডি/টিআর/১ এম-৩/৭৫(অংশ)১৫৭, তারিখ ২৯-৪-১৯৮০ এর নির্দেশ মোতাবেক গাড়ী চালকগণ ঘন্টা প্রতি মূল বেতনের সমান হারে সরকারি ছুটির দিনসহ মাসিক সর্বোচ্চ ২৫০ ঘন্টা অধিকাল ভাতা প্রাপ্য হবেন;
- কিন্তু আলোচ্য সংস্থা কর্তৃক সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উপরোক্ত নির্দেশনা উপেক্ষা করে গাড়ী চালকগণকে ২৫০ ঘন্টার ২/৩ গুন বেশী হারে অধিকাল ভাতা প্রদান করা হয়;
- নিয়ম অনুযায়ী দৈনিক ৮ ঘন্টার অতিরিক্ত খাটুনির জন্য ১(এক) দিনের মূল বেতনের ১/৮ হারে নিম্ন বর্ণিত হিসাব অনুযায়ী মাসিক অধিকাল ভাতা প্রাপ্য হবেন (মূল বেতন × অতিরিক্ত কাজের ঘন্টা) ÷ (মাসের দিন × ৮)। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানে উল্লিখিত নির্দেশনা উপেক্ষা করে ঢালাওভাবে অধিকাল ভাতা প্রদান করায় সংস্থার ১৩,১৫,৩৭১/২৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়।
- এ ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত আদেশ অনুসৃত হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- এ প্রতিষ্ঠান Round the Clock হিসাবে পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলে গাড়ী চালকগণকে ৩ শিফটে বিভক্ত করে ডিউটি করানো হয়ে থাকে। ড্রাইভার স্বল্পতার জন্য অনেক সময় অতিরিক্ত কাজ করানো হয়ে থাকে এবং বিএফসিসি'র প্রশাসনিক আদেশ নং-০৩/০২ তারিখ ৪-৭-০২ খ্রিঃ এর নির্দেশ অনুযায়ী অধিকাল ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- এ বিষয়ে ১৩-৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৪-৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। মন্ত্রণালয়ের ১৩-১০-০৮ খ্রিঃ তারিখে জবাবে জানানো হয় যে, বিএফসিসি নিজস্ব পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশে পরিচালিত বিধায় সংস্থাপন বিভাগের আদেশ বিএফসিসিতে প্রযোজ্য হবে না। জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি। কারণ, সংস্থাপন বিভাগের নির্দেশ লংঘন করায় উক্ত ক্ষতি হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ২৯-১০-০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে সর্বশেষ ১৪-১২-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- অধিকাল ভাতা বাবদ প্রদত্ত অর্থ আদায়/নিয়মানুগ করা আবশ্যক এবং অবিলম্বে এ রীতি বন্ধ করা প্রয়োজন।

# কৃষি মন্ত্রণালয়

নুচ্ছেদ-১৪।

**পরোনামঃ পরিবহন ঠিকাদারের কাছ থেকে চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী সারের পরিবহন ঘাটতির মূল্য দন্ড হারে আদায় না করায় সংস্থার ক্ষতি ৪০,২৪,৫০৫ টাকা।**

বিবরণঃ

যুগ্ম পরিচালক (সার) এর কার্যালয়, বিএডিসি, জামালপুর এর ১৯৮৪-৮৫ থেকে ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের হিসাব ১৮-১২-০৭ খ্রিঃ হতে ০২-০১-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে সারের পরিবহন রেজিস্টার থেকে উল্লিখিত ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঢ" তে দেখানো হল)।

- চুক্তিপত্রের অনুমোদিত নমুনা থেকে দেখা যায় যে, চুক্তিপত্রের ৭ ও ৮ শর্ত মোতাবেক সার পরিবহনের ক্ষেত্রে কোন Allowable Limit নেই। যে কোন প্রকার ঘাটতির মূল্য সরকার নির্ধারিত খুচরা বিক্রয় মূল্যের দ্বিগুণ হারে ঠিকাদারের কাছ থেকে আদায়যোগ্য। কিন্তু শর্ত মোতাবেক উল্লিখিত ক্ষতির টাকা আদায় করা হয়নি।
- আরও দেখা যায় যে, নিম্নতম ৫০ কেজি থেকে সর্বোচ্চ ৪৭.২৮৫ মেঃ টন পর্যন্ত সার ঘাটতি দেখানো হয়েছে।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- রেকর্ডপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পরবর্তীতে অডিট অফিসকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৮-০২-২০০ খ্রিঃ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৭-০৫-২০০৮ খ্রিঃ তাগিদ পত্র দেয়া হয়।
- সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর ২২-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র লেখা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আপত্তিকৃত টাকা সত্বর আদায় করে নিরীক্ষা অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ-১৫।

**শিরোনাম ঃ বিএডিসি এর মালিকনাধীন গুদাম ভাড়া বাবদ অনাদায়ী ১১,২১,৫৭৮ টাকা।**

বিবরণঃ

যুগ্ম পরিচালক (সার) বিএডিসি, সাহাপুর, জামালপুর এর ১৯৮৪-৮৫ হতে ২০০৬-০৭ সালের হিসাব ১৮-১২-০৭ হতে ২-১-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া দেয়া থানা গুদামের ভাড়া বাবদ ১১,২১,৫৭৮ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ণ" তে দেয়া হলো)।

- চুক্তিপত্রের শর্তাবলীর ২ (সি) ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক মাসের ১ হতে ৭ তারিখের মধ্যে ঐ মাসের ভাড়া ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধ করার কথা উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে তা করা হয়নি।
- চুক্তিপত্রের শর্তাবলীর ২ (ডি) ধারা অনুযায়ী ভাড়াটিয়া পর পর ২ মাসের ভাড়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে মালিক পক্ষ (বিএডিসি) কর্তৃক চুক্তি বাতিল করা হয়নি। ফলে গুদামে ভাড়া বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ অনাদায়ীর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় তৎপরতা অব্যাহত আছে বলে জানানো হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ভাড়া আদায়ের তৎপরতা অব্যাহত আছে বলে জানানো হলেও টাকা আদায়ের সপক্ষে কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৮-০২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৭-০৫-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ তাগিদ পত্র দেয়া হয়।
- উক্ত অনিয়মের ব্যাপারে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সর্বশেষ ২৯-৭-০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

- চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বকেয়া ভাড়া আদায়ের লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের পরামর্শ ও অনুমোদনক্রমে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

# স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ-১৬।

শিরোনাম ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র পে-স্কেল প্রণয়ন করতঃ আর্থিক সুবিধা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি ১,৪৩,৮২,৬০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ, তেজগাঁও, ঢাকা এর ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের হিসাব ০৩-০২-০৮ খ্রিঃ হতে ২৯-০৪-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র পে স্কেল প্রণয়ন করতঃ আর্থিক সুবিধা প্রদান করায় ১,৪৩,৮২,৬০০ টাকা ক্ষতি। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ত" তে দেয়া হলো)।
- The Services (Reorganization and Conditions) অপঃ ১৯৭৫ (XXXII of ১৯৭৫) মোতাবেক সকল আধাসরকারি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, কর্পোরেশন, হোল্ডিংস কোম্পানী এবং বিধিবদ্ধ সংস্থা সমূহ স্বতন্ত্র পে-স্কেল/ কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা প্রদান করার পূর্বে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোাদনের নির্দেশ রয়েছে। তাছাড়া পিএ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে ম্যানেজিং কমিটি/বোর্ড কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে পারবে না।
- এক্ষেত্রে উল্লিখিত আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে এবং পিএ কমিটির সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে স্বতন্ত্র পে-স্কেল প্রণয়নপূর্বক আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- মিল্ক ভিটা একটি সমবায় বাণিজ্যিক ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদিসহ সকল প্রকার আর্থিক ব্যয় নির্বাহ করা হয় সংস্থার নিজস্ব আয় থেকে। সরকারি আয় থেকে অথবা সরকারি রাজস্ব বাজেট থেকে নয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- স্থানীয় অফিসের জবাব সঠিক নয়। কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন ভাতাদিসহ সকল প্রকার আর্থিক ব্যয় সংস্থার নিজস্ব তহবিল হতে নির্বাহ করলেও সরকারি বিধি বিধান পরিপালন করা আবশ্যক। কেননা কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা প্রদান করার পূর্বে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদনের নির্দেশ রয়েছে। তাছাড়া পিএ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে ম্যানেজিং কমিটি/বোর্ড কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে পারবে না।
- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ৩১-০৮-০৮ খ্রিঃ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২-১২-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- উক্ত ক্ষতির টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী কর্মকর্তার নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

বাঃসঃম্রঃ২০০৯/১০-৩৩০৩কম/এ-৭০০,বই-২০০৯।